সদরঘাটের নৈরাজ্য কুলিদের কাছে জিম্মি যাত্রীরা

সদরঘাটের নৈরাজ্য বন্ধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনার পরও এই পথের যাত্রীরা রেহাই পাচ্ছেন না।
সম্প্রতি এই নৈরাজ্য চরম আকার ধারণ করেছে। বিশেষ করে ‘কুলি’ বা ‘পোর্টারদের কাছে প্রতিনিয়তই হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে এই পথের যাত্রীদের। তাদের অভিযোগ, কুলি বা পোর্টারদের সঙ্গে যাত্রীদের লাগেজ-ব্যাগ, বস্তা ও মালামাল নিয়ে প্রায়ই টানাটানির ঘটনা ঘটছে। ১০ টাকার পারিশ্রমিকের জায়গায় কুলি বা পোর্টাররা যাত্রীদের কাছ থেকে ১০০ থেকে শুরু করে ৫০০ টাকা পর্যন্ত হাতিয়ে নিচ্ছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে যাত্রীদের সঙ্গে প্রায় বাক-বিতন্ডা থেকে শুরু করে হাতাহাতি পর্যন্ত ও গড়ায়। সব মিলিয়ে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের নৌপথের যাত্রীদের কাছে সদরঘাট এখন একটি আতঙ্কের নাম। তবে, এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্থানীয় কুলি-পোর্টাররা। আর কর্তৃপক্ষ বলছে, সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যাত্রীদের মালামাল বহনে নির্ধারিত রেটের চেয়ে অনেক বেশি টাকা নেওয়া অভিযোগ আছে কুলিদের বিরুদ্ধে সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে দেখা গেছে, গত ২১ জুন ভোর সোয়া ৫টা। বরিশাল থেকে ঢাকায় এসে পৌঁছেছে ‘এমভি সুন্দরবন’ নামে লঞ্চটি। লঞ্চটি সদরঘাটের ৪নং পন্টুনে নোঙর করার আগেই লাফিয়ে লঞ্চে উঠে যান ৪০ থেকে ৫০ জন কুলি। তারা সরকারি খাতায় যারা ‘পোর্টার’ নামে পরিচিত। হুড়মুড় করে উঠে যান লঞ্চের কেবিন ব্লকে। খুঁজে বেড়ান যাত্রীর লাগেজ। চোখে পড়া মাত্রই এক-এক জন কুলি এক-একটি লাগেজ ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকেন। লাগেজের মালিক লঞ্চের যাত্রী যতই বলছেন, কুলি লাগবে না, আমরা নিজেরাই নামাতে পারবো, কিন্তু কে শোনে কার কথা? কুলিদের বক্তব্য, ‘আপনার লাগেজ আমরাই নামিয়ে দেবো। অনেক টাকা ব্যয় করে এ কাজ নিয়েছি।’ অনেকে স্ত্রী-সন্তানের সামনে কুলিদের সঙ্গে বাক-বিতন্ডায় জড়ালে নাজেহাল হওয়ার ভয়ে কুলিদের আবদার মেনে নেন। মেনে নেওয়াটাই শেষ নয়। মাত্র ১০ টাকার মজুরির জায়গায় যাত্রীদের গুনতে হচ্ছে ১০০টাকা। কখনও কখনও এর পরিমাণ ৫০০ পর্যন্ত গিয়ে ঠেকে। আর যারা বাক-বিতন্ডায় জড়ান, তাদের নাজেহাল হতে হচ্ছে। সামনে দিয়ে আনসারের সদরস্যরা হেঁটে যাচ্ছেন, লঞ্চের লোকজন হেঁটে যাচ্ছেন, কেউ কিছু বলছেন না।

উল্টো যাত্রী ও কুলিদের মধ্যতার বাক-বিতন্ডা দেখার জন্য তারা উৎসুক দর্শকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কোনও ধরনের সহায়তা না পেয়ে সেই সব কুলির আবদার মেনে নেন নদী পথের এই যাত্রীরা।

জানতে চাইলে সুন্দরবন লঞ্চের যাত্রী একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আকবর হোসেন বলেন, ‘শুনেছি নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউএ) ঘাটের ইজারা প্রথা বাতিল করেছে। তাহলে ঘাটে কুলিদের এই নৈরাজ্য কেন? আমার লাগেজ আমি নিয়ে যাবো, সিস্টেম যদি এমন হয়, তাহলে কুলিরা আমাদের এভাবে জিম্মি করার সাহস পায় কোথায়? এছাড়া, লাগেজ তথা পণ্য বহনের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক মজুরি হার নির্ধারণ করে দেওয়া আছে, সেই মজুরি হারের অতিরিক্ত মজুরি দাবি করার সাহস পায় কোথায়?’

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বিআইডব্লিউটিএর যুগ্ম পরিচালক আলমগীর হোসেন বলেন, ‘‘আমি ওই দায়িত্বে নেই। তারপরও বলবো, যাত্রী চাইলেই কেবল তাদের লাগেজ ‘পোর্টাররা’ লাগেজ সরকার নির্ধারিত হারের মজুরির বিনিময়ে বহন করতে পারবেন। অন্যথায় নয়। এ ক্ষেত্রে জোর করার তো প্রশ্নই ওঠে না।’ তিনি আরও বলেন, ‘বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহনের জন্য বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃপক্ষ কুলি নিয়োগ দিয়েছে। তারা যাত্রীর লাগেজ বহন করতে পারবেন না। অন্যদিকে, যাত্রীর লাগেজ বহনের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ‘পোর্টার’। তারা যাত্রী চাইলেই কেবল তার লাগেজ বহন করতে পারবেন।’’ হলুদ শার্ট পরা এই কুলিদের কাছে যাত্রীরা অনেকটাই অসহায় উল্লেখ্য, সদরঘাটে কুলির সংখ্যা আনুমানিক ২৯০ জন। আর নিয়োগ প্রাপ্ত পোর্টারের সংখ্যা ১৭০ জন। এর বাইরেও কুলি ও পোর্টার রয়েছেন। বিভিন্ন প্রভাবশালী মহলকে খুশি করে তারা নিয়োগ পেয়েছেন। তবে, তাদের কোনও পরিচিতি মূলক অফিসিয়াল নম্বর নেই। কুলিদের এই নৈরাজ্য সম্পর্কে জানতে চাইলে সদরঘাটের কুলি আশরাফ আলী বলেন, ‘সব সময় বাণিজ্যিক পণ্য থাকে না। বিশেষ করে সকালের দিকে। লঞ্চ থেকে যাত্রীরা পুরোপুরি নেমে না যাওয়া পর্যন্ত ডেক থেকে বাণিজ্যিক পণ্য নামানোর সুযোগ থাকে না। লঞ্চ খালি হতে হতে আমরা ২/১টি ট্রিপ মেরে বাড়তি কিছু আয় করি। তাই সকালের দিকে কিছুটা সময় যাত্রীর লাগেজ বহন করি।

সেক্ষেত্রে আমরা যাত্রীদের জোর করি, এমন অভিযোগ সঠিক নয়। যাত্রীরা তাদের লাগেজ বহন করার জন্য অনুমতি দিলেই কেবল তা বহন করি।’ টার্মিনাল ভবনের সামনে রাখা বাস, যাত্রী ও মালামাল নিয়ে টানাটানি হয় এখানেও অভিযোগ আছে তাদের বিরুদ্ধেওএক প্রশ্নের

জবাবে আশরাফ আলী বলেন, ‘দরদাম করেই লাগেজ তুলি। এক্ষেত্রে যাত্রীদের জিম্মি করার প্রশ্নই আসে না। নিয়ম মেনে কাজ না করলে আমাদের নিয়োগ বাতিল করবে কর্তৃপক্ষ।’ এ সময় তিনি তার কোমরে বাঁধা স্টিলের একটি পাতের ওপর খোদাই করা নম্বর দেখাতে চাইলেন। ‘আপনার নম্বর কত’ এমন প্রশ্নের জবাবে নম্বর বলতে পারেননি। এরপর পাতটি দেখতে চাইলে তাতে রাজি হলেন না। চলে গেলেন দ্রুত।

প্রসঙ্গত, সদরঘাটে যাত্রী হয়রানি বন্ধে ইজারা প্রথা বাতিলের নির্দেশনা দিয়ে সরকারের গত মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছিলেন, ‘সদরঘাট থেকে অসংখ্য মানুষকে হয়রানি করে প্রতিবছর ৩ কোটি টাকা ইজারা না নিয়ে ৩ কোটি মানুষকে সেবা দেওয়াই উত্তম।’ সদরঘাটে যাত্রী হয়রানি প্রসঙ্গে জানতে চাইলে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ‘অতীতের যে কোনও সময়ের তুলনায় সদরঘাটের সার্বিক পরিস্থিতির উন্নত হয়েছে। বিচ্ছিন্নভাবে যে কোনও ঘটনা ঘটতেই পারে। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে অবশ্যই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ এখানে অনিয়মের কোনও সুযোগ নেই বলেও তিনি দাবি করেন।

ফের আড়িয়ল বিলে বিমানবন্দর নির্মাণের দাবী

আড়িয়ল বিলে বিমান বন্দর নির্মাণের দাবী জোড়ালো হয়ে উঠেছে। মুন্সীগঞ্জ-১ আসনের এমপি, শ্রীনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বৃন্দসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা বিভিন্ন সভা সেমিনারে বিষয়টি একের পর এক তুলে ধরছেন। ইতিমধ্যে বর্তমান সরকারের সচিব ও সাবেক প্রকল্প পরিচালকের সমন্বয়ে জনপ্রতিনিধি ও বিল পাড়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে ঢাকায় শিক্ষা ভবনের শিক্ষা প্রকৌশলীর সভাকক্ষে আড়িয়ল বিলে বিমানবন্দর বাস্তবায়ন কমিটির সভা হয়েছে। সভায় আড়িয়ল বিলে বিমানবন্দর নির্মানের জন্য সরকারের কাছে দাবী জানানো হয়।

বিশ^স্ত একটি সূত্র জানায়, বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর সামনে আগামী ডিসি সম্মেলনে মুন্সীগঞ্জের জেলা প্রশাসক তুলে ধরতে পারেন।

মুন্সীগঞ্জ-১ আসনের সংসদ সদস্য মাহী বি, চৌধুরী আড়িয়ল বিলে বিমানবন্দর নির্মানের বিপক্ষে আন্দোলন ভুল ছিল বলে মন্তব্য করেছেন। শ্রীনগর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির একটি সভায় মন্তব্য করার পর প্রায় ১ দশক আগের আন্দোলন নিয়ে তিনি গত ২৫ জুন জাতীয় প্রেস ক্লাবে যুক্তফ্রন্টের সভায় একই মন্তব্য করেণ। তিনি বলেন, মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ভুল তথ্য দিয়ে বিমান বন্দরের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন করা হয়েছিল। এরপর সরকার এখান থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। মাহী বি, চৌধুরী বিমানবন্দর নিয়ে নিজেদের ভুল স্বীকার করে আড়িয়ল বিলে বিমান বন্দর নির্মাণের জন্য সরকারের সুদৃষ্টি কামনা করেন। জাপানের সার্ভে টিমের বরাত দিয়ে তিনি বলেন, পুরো বাংলাদেশ ঘুরে বিমানবন্দর নির্মাণের জন্য তারা সেরা জায়গা আর পায়নি। আড়িয়ল বিলে বিমানবন্দর হলে দেশের জন্য মঙ্গল হবে।

এর আগে ২০ জুন বিদায়ী মুন্সীগঞ্জের জেলা প্রশাসক শায়লা ফারজানার বিদায়ী সংবর্ধণা অনুষ্ঠানে শ্রীনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মসিউর রহমান মামুন ও ভাইস চেয়ারম্যান ওয়াহিদুর রহমান জিঠু আড়িয়ল বিলে বিমানবন্দর নির্মাণের দাবী তুলেন।
মসিউর রহমান মামুন বলেন, পদ্মা সেতুকে ঘিরে ৬ লেন রাস্তা ও রেল সংযোগ কাজের যে মহাযজ্ঞ চলছে তার সাথে আড়িয়ল বিলে বিমানবন্দর নির্মাণের বিষয়টি চুড়ান্ত হলে শ্রীনগর ও এর আশপাশের এলাকায় ব্যাপক উন্নয়ন শুরু হবে। ভাইস চেয়ারম্যান ওয়াহিদুর রহমান জিঠু বলেন, তার নিজের বাড়িও বিল পারে। বিলবাসী জমির ন্যায্য মূল্য ও পূনর্বাসন সুবিধা পাবে এই বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারলে তারা বিমানবন্দরের জন্য জমি দিতে প্রস্তুত।

তাছাড়া বিল আন্দোলনের পর পরই বেশীর ভাগ আন্দোলনকারী তাদের ভুল বুঝতে পেরেছে। সদ্য যোগ দেওয়া মুন্সীগঞ্জের জেলা প্রশাসক মনিরুজ্জামান তালুকদারের শ্রীনগর উপজেলার বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে মতবিনিময় সভায় শ্রীনগর পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ আবুল হোসেন আড়িয়ল বিলে বিমানবন্দর নির্মাণের দাবী জানান। ২০১১ সালে আড়িয়ল বিলে বিমানবন্দর নির্মাণের পরিকল্পনা ব্যাপক আন্দোলনের মুখে ভেস্তে যায়। এর জন্য স্থানীয় সরকার দলীয় রাজনৈতিক নেতাদের প্রত্যক্ষ মদদ ও সঠিক তথ্য উপস্থাপনের ব্যর্থতাকে দায়ী করা হয়। ২০১৫ সালের ২৮ অক্টোবর যশলদিয়ায় পানি শোধনাগারের ভিত্তি প্রস্তর অনুষ্ঠানে তৎকালীর মুন্সীগঞ্জ-১ আসনের এমপি সুকুমার রঞ্জন ঘোষ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে টেলি কনফারেন্সে কথা বলার সময় তিনি বিমানবন্দর নিয়ে নিজেদের ভুল

স্বীকার করে পুনরায় বিমানবন্দর নির্মাণের দাবী জানালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন বিষয়টি ভেবে দেখা হবে। ২০১৮ সালে বিল আন্দোলন ও পুলিশ হত্যার ঘটনায় পৃথক মামলাগুলোর চার্জশীট প্রদান করা হয়। আসামীদের মধ্যে অনেকেই জানান, যারা বিল আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং এজাহারে নাম রয়েছে তাদের অনেকেই রাজনৈতিক বিবেচনায় বাদ পরেছেন। আবার একই বিবেচনায় নতুন আসামী অন্তর্ভূক্তের অভিযোগও রয়েছে।

তবে সর্বশেষ তাদের দাবী সরকার আড়িয়ল বিলে নতুন করে বিমানবন্দর নির্মানের সিদ্ধান্ত নিলে তাদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাগুলোর প্রতি সদয় দৃষ্টি রাখবেন। বিলের অনেক অংশে ভূমি দস্যুদের থাবা পরেছে। শোভা পাচ্ছে বিভিন্ন রং এর হাউজিং কোম্পানীর লোভনীয় সাইনবোর্ড। কোম্পানীগুলোর আগ্রাসী কর্মকান্ড দেখে বিলবাসীর দাবী সরকার এখানে বিমানবন্দর নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহন করুক। তবে সরকার রেল প্রকল্পে অধিগ্রহন করা জমির মতো তাদের জমিরও ন্যয্য মূল্য প্রদান করবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেন।

চিকিৎসককে ধর্ষণের হুমকি: আটকের ২ ঘণ্টার মধ্যে ছাত্রলীগ নেতা মুক্ত

সিলেট উইমেনস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নারী ইন্টার্ন চিকিৎসককে হত্যা ও ধর্ষণের হুমকির মামলায় আটক ছাত্রলীগ নেতা সারোয়ার হোসেন চৌধুরী দুই ঘণ্টার মধ্যে জামিনে মুক্ত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার বেলা ১টার দিকে সিলেটের বন্দরবাজার কোর্ট পয়েন্ট এলাকা থেকে সারোয়ার হোসেনকে আটক করে পুলিশ। সিলেট কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেলিম মিঞা জানান, নিম্ন আদালত থেকে আগাম জামিন থাকায় আটকের দুই ঘণ্টা পর আজ বেলা ৩টার দিকে সারোয়ার হোসেনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এর আগে থানায় সাধারণ ডায়েরির দুদিন পর গতকাল সোমবার বিকেলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অভিযোগটি মামলা আকারে গ্রহণ করে কোতোয়ালি থানা। এদিকে আজও ছাত্রলীগ নেতা

সারোয়ার হোসেনের বিচার দাবিতে ইন্টার্ন চিকিৎসকরা নগরীতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছেন। বেলা ১২টায় উইমেনস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইন্টার্ন চিকিৎসকরা সোমবারের কর্মবিরতি অব্যাহত রেখে সিলেট চৌহাট্টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন। প্রসঙ্গত, গত ৯ মে সিলেট উইমেনস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ছাত্রলীগ নেতা সরোয়ার হোসেন চৌধুরী তার এক বন্ধুকে অ্যাপেন্ডিসাইটিস সংক্রান্ত জটিলতার চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন। এসময় তার সঙ্গে ১৫-২০ জন অনুসারীও ছিলেন। ইন্টার্ন চিকিৎসক নিশাত তাদের ভিড় কমানোর অনুরোধ করলে ক্ষেপে গিয়ে তিনি তাকে হত্যা ও ধর্ষণের হুমকি দেন বলে অভিযোগ করেন ডা. নিশাত। তিনি এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে স্ট্যাটাসও দেন। তার হুমকি-ধামকির একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের সমাপনী

মৎস্য উৎপাদনে বিশেষ অবদান রাখা চাষীদের পুরস্কৃত করার মধ্যে দিয়ে মেহেরপুরে শেষ হয়েছে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ। মঙ্গলবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা মৎস্য অফিস সমাপনী পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। জেলা মৎস্য অফিসার সাইফুদ্দিন ইয়াহিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক ড. আখতারুজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ইবাদত হোসেন, মৎস্যজীবী অতিথি সাদিক হোসেন বাবুল। বক্তব্য দেন মৎস্য চাষী এম এ মুহিত, শাহিন খান, নুর আলম, আব্দুস সামাদ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে চারটি ক্যাটাগরিতে চার জনকে পুরুস্কৃত করা হয়। পুরস্কার প্রাপ্তরা হলেন- তেলাপিয়া উৎপাদনে জালাল উদ্দিন মল্লিক, মাছ উৎপাদনে মনিরুল ইসলাম, রেণু উৎপাদনে নুর আলম এবং বাওড়ে মৎস্য চাষে আব্দুস সামাদ। মুজিবনগর প্রতিনিধি মেহেরপুরের মুজিবনগরে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণের মধ্যে দিয়ে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ শেষ হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ মিলনয়াতনে উপজেলা কৃষি অফিসার আনিসুজ্জামান খাঁনের সভাপতিত্বে এ সমাপনি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সমাপনি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা

চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা শহিদুল ইসলাম, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার হোসেন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন, মুজিবনগর সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক আলিফ হোসেন প্রমুখ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন উপজেলা সমবায় অফিসার হারুনুর রশিদ। অনুষ্ঠান শেষে মুজিবনগর উপজেলার ৪ জন সফল মাছ চাষীকে পুরস্কার হিসেবে ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়। গাংনী প্রতিনিধি “মাছ চাষে গড়বো দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ” ও “মৎস্য সেক্টরের সমৃদ্ধি সুনীল অর্থনীতির অগ্রগতি” এ প্রতিপাদ্যে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে মুল্যায়ন, পুরষ্কার বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে উপজেলা মৎস্য দপ্তর ও উপজেলা পরিষদের আয়োজনে মৎস্য সপ্তাহ’র সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন, ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সুখময় সরকার। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে মৎস্য কর্মকর্তা মীর মোহাম্মদ জাকির হোসেন, পৌরসভার সাবেক মেয়র আহম্মেদ আলী, এস আই হাবিবুর রহমান, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু ও উপজেলার মৎস্য চাষীসহ স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে মৎস্য চাষে বিশেষ অবদান রাখায় চারজন চাষীকে সম্মাননা ও পুরষ্কার বিতরণ করা হয়। আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি আলমডাঙ্গায় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষে মুল্যায়ন ও পুরস্কার বিতরন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলা হল রুমে মৎস্য অফিসার ফাতেমা কামরুন নাহার আঁখির সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান ডন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু, প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু। মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আব্দুল লতিফের উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন মৎস্য চাষি মিজানুর রহমান, মতিয়ার রহমান ফারুক, ইউপি চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম মন্টু, প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুল্লাহিল কাফি প্রমুখ। সভা শেষে মোট ৬ টি ক্যাটাগরীতে ৬ জনকে এবং ২ টি প্রতিষ্ঠান হারদী কৃষি কলেজ ও আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাব কে পুরুস্কৃত করা হয়েছে। দামুড়হুদা প্রতিনিধি দামুড়হুদায় জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের সমাপনি ও গুনগত মানের মাছের পোনা উৎপাদনকারীদের মাঝে পুরুষ্কার বিতরণ করা হয়েছে। এ উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০ টার

দিকে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দীপ্তিময়ী জামানের সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা খাতুন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি হাজি সহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি হাজি রবিউল হোসেন, উপজেলা মৎস্য অফিসার সেলিম রেজা, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি এম. নুরুনবী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক বখতিয়ার হোসেন বকুল, প্রশাসনিক কর্মকর্তা জিনাত আলী প্রমূখ। আলোচনা শেষে গুনগত মানের মাছের পোনা উৎপাদনকারী হিসেবে দামুড়হুদা দশমীপাড়ার শ্রী শান্তি হালদারকে এবং গুনগত মানের মাছ উৎপাদনকারী হিসেবে খলিশাগাড়ির সুজাত আলী এবং বয়রা গ্রামের আবেদ আলীর হাতে পুরুষ্কার তুলে দেয়া হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী মৎস্য অফিসার আইয়ুব আলী।

ইউএনও’র হস্তক্ষেপে বাল্যবিয়ে বন্ধ

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি
ঝিনাইদহের শৈলকুপায় গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইউএনও উসমান গণির হস্তক্ষেপে বাল্যবিয়ে থেকে রক্ষা পেল সপ্তম শ্রেণির স্কুলছাত্রী। পৌর এলাকার কবিরপুর চরপাড়ার নজরুল ইসলামের ছেলে সজীব হোসেনের সঙ্গে একই এলাকার নাবালিকা সুরাইয়া বাল্যবিয়ের প্রস্তুতি চলছিল। ইউএনও উসমান গণি বলেন, পৌর এলাকার কবিরপুর চরপাড়ায় বাল্যবিয়ে হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে ওই বিয়ে বন্ধ করা হয়। বাল্যবিয়ের আয়োজনের অপরাধে উভয়পক্ষকে জরিমানা করা হয়। এছাড়া পরবর্তীতে যাতে গোপনে বিয়ে দিতে না পারে সে লক্ষ্যে মুচলেকার মাধ্যমে ছেড়ে দেয়া হয়।